Bangladesh Form No. 3701

**HIGH COURT FORM NO. J (2 )**

**HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE**

**District- চট্টগ্রাম।**

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান,**সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

রবিবার the ১৫ day of **সেপ্টম্বর,২০২৪**

**অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩২৭০/২০১৩**

বাদল বড়ুয়া গং ০৩ জন Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

**-Versus-**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ২৫/০৭/২৪ খ্রিঃ, ০৭/০৮/২৪ খ্রিঃ, ২৮/০৮/২৪ খ্রিঃ।

**In presence of**

জনাব আশীষ কুমার চৌধুরী----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)
---------Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

**দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,**

চট্টগ্রাম জেলাস্থ চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত পাঠানদন্ডী ও হারলা মৌজায় স্থিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিসহ অপরাপর সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন শীতল চন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া। তফসিলোক্ত পাঠানদন্ডী মৌজার আর. এস. ১৮৪, ১৮৮, ২০০৪, ২০০৩ নং খতিয়ান এবং হারলা মৌজার আর. এস. ৩১২৮, ১৭৩৪, ৯৫২ ও ১৭৪৯ নং খতিয়ানাভূক্ত সম্পত্তি উক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়ার নামে লিপিবদ্ধ হয়ে

জরিপ চূড়ান্ত প্রচার আছে। ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া তফসিলোক্ত খতিয়ানাদির সম্পত্তি অপরাপর অংশীদারগণের সহিত আপোষ বন্টনে এককভাবে প্রাপ্ত হয়ে ভোগ-দখলকার থাকাবস্থায় তাহার নামে পি. এস. খতিয়ান হয়। পরবর্তীতে উক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া মরনে তৎ তিন পুত্র যথাঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকেন। ফলে ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়ার ত্যাজ্যবিত্ত সমূদয় সম্পত্তি উল্লেখিত তিনপুত্র পৈত্রিক সূতে প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্বত্ত্ব-ভোগ-দখলকার হিসাবে স্থিত থাকেন। উক্ত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ১৯৪৭ ইং সনে দেশ বিভাগের সময় ভারতবাসী হলে তৎ স্বত্বীয় ভূমিতে অপর সহোদর ভ্রাতা সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া ভোগদখলকার হন। তৎপর হইতে উক্ত সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া তথা ১নং ও ২নং আবেদনকারীগণের পিতা ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া তথা ৩নং আবেদনকারীর পিতা তাহাদের পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সমেত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে যৌথ ও অবিভাজ্যভাবে স্বত্ত্ব-ভোগ-দখলকার থাকিয়া একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। পরবর্তীতে উক্ত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ভারতবাসী থাকায় তার সম্পত্তি অর্পিত শ্রৌসম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হয়। উক্ত সম্পত্তি ভিপি মামলা নং- ৩৭/৭৭-৭৮ মূলে সুসেন চন্দ্র ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া সরকার হইতে ইজারা প্রাপ্ত হন এবং তৎমূলে তথায় ভোগ-দখলকার স্থিত থাকেন। সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া দুই পুত্র ১/২ নং আবেদনকারী ও সুধীর চন্দ্র ৩নং আবেদনকারী ও এক স্ত্রী রমা বড়ুয়াকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে প্রার্থীক-আবেদনকারীগণ শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ববর্তীক্রমে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে ভোগ-দখলকার নিয়ত আছেন।

পাঠানদন্ডী মৌজার বি. এস. ১৭৯০ নং খতিয়ান উক্ত সুসেন চন্দ্র ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়ার নাম লিপি হলেও সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার নাম ভুলবশতঃ লিপি হয় নাই। আবার বি. এস. ১৭৯৩ খতিয়ানে তাদের প্রত্যেকের নামে লিপি হয়েছে। কিন্তু তাতে সুধাংশু বিমলের সম্পত্তি অর্পিত লিপি হয় নাই। আবার বি. এস. ৪৫ নং খতিয়ান তাদের কারো নামে হয়নি। এভাবে বি এস খতিয়ান ভুল লিপি হলেও প্রার্থীগনের পূববর্তীর ভোগদখলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। আরো উল্লেখ্য যে, গেজেটে প্রকাশিত হারলা মৌজার তফসিলে কতিপয় খতিয়ান ও দাগ নং ভুলভাবে লিপি হয়েছে। প্রার্থীক-আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হন। তফসিল বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির মূল মালিক সুধাংশু বিমল বড়ুয়া প্রার্থীক-আবেদনকারীগণের আপন জেঠা হন এবং একই বংশের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তি হন। ফলতঃ তাহারা উক্ত সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার আপন ভাইপো হিসাবে Successor-in-interest বটে। আবেদনকারীগণ তফসিল বর্ণিত অর্পিত সম্পত্তির উল্লেখিত মূল মালিকের আপন ভাইপো হিসাবে উত্তরাধিকারীর স্বার্থধিকারী ও ওয়ারিশ সূত্রে, সহ-অংশীদার, বৈধ ভোগ-দখলকার ও ইজারাদার হিসাবে বর্ণিত আইনের বিধান মতে অর্পিত সম্পত্তির শ্রেণী হইতে অবমুক্তিক্রমে ফেরৎ পাবার অধিকারী হন।

অত্র মামলার ১-৫নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি

মামলা নং ৩৭/৭৭-৭৮ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

**বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ**

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

**আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **বাদল বড়ুয়া (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ১০ সিরিজ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১(এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মং ওয়াইসিং মারমা (Op.W.1)**কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

**বাদল বড়ুয়া** (Pt.W.1) এবং **ওয়াইসিং মারমা** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রথমেই আমি প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করিব। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 হিসাবে ১ নং প্রার্থী সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি যে জবানবন্দি প্রদান করেন তা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমি পর্যালোচনা করেছি। এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে আরজির বক্তব্য হুবহু জবানবন্দিতে তুলে ধরেন।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

| | |
|---|---|
| ১। পাঠানদন্ডি মৌজার আর. এস. ১৮৪/১৮৮/২০০৪/২০০৩ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী -১ (সিরিজ) |
| ২। ঐ মৌজার বি. এস. ৪৫/১৭৯০/১৭৯৩ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী -২ (সিরিজ) |
| ৩। হারলা মৌজার আর. এস. ৩১২৮/১৭৩৪/৯৫২/১৭৪৯ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী ৩ (সিরিজ) |
| ৪। হারলা মৌজার বি. এস. ৩৬২৩/১৪৮০/৩৬২২/৩৬২১ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী-৪ (সিরিজ) |
| ৫। জাতীয় সনদপত্র | প্রদর্শনী-৫ (সিরিজ) |

| | |
|---|---|
| ৬। ওয়ারিশ সনদপত্র | প্রদর্শনী- ৬ |
| ৭। প্রার্থীগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি | প্রদর্শনী- ৭ |
| ৮। পাঠানদন্ডী ও হারলা মৌজার গেজেটের ফটোকপি | প্রদর্শনী- ৮ |
| ৯। লীজ এগ্রিমেন্টর ফটোকপি | প্রদর্শনী- ৯ |
| ১০। খাজনার দাখিলা আসল | প্রদর্শনী- ১০ |
| ১১। আমমোক্তার নামার আসল কপি | প্রদর্শনী- (i) |

**Op.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

| | |
|---|---|
| ১। ক্ষমতাপত্র | প্রদর্শনী -ক |

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। চন্দনাইশ থানার অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ফটোকপি **[প্রদর্শনী-৮]** হতে দেখা যায়, গেজেটের ৪৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ভি.পি ৩৭/৭৭-৭৮ নং মামলা মূলে পাঠানদন্ডী মৌজার আর এস ১৮৪, ১৮৮, ২০০৪ ও ২০০৩ নং খতিয়ানের আর এস ৫২২০/৫২২১/৫২২২/৫২২৩/৫২২৬/৫২২৯/৫২৩২/ ৫২২৪/ ৫২২৮ দাগে সর্বমোট ২১.৫০ শতক এবং গেজেটের ১০৩ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ভি.পি ৩৭/৭৭-৭৮ নং মামলা মূলে হারলা মৌজার আর এস ৩১২৮, ১৭৩৪, ৯৫২, ১৭৪৯ নং খতিয়ানের ৫৭১/৫৭৫/৫৮৭/১২১৫/২৩০/১২১৪/২৩২/২৫০/২৫২ নং দাগে ২৯.৫০ শতক ভূমি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয় যাহার মালিক ছিলেন ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র শুধাংশু বিমল বড়ুয়া। প্রার্থীকগণ উক্ত আর এস খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনী হইতে অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীকপক্ষের সাক্ষী Pt.W.1 নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে পাঠানদন্ডী মৌজার আর এস ১৮৪, ১৮৮, ২০০৪ ও ২০০৩ নং খতিয়ানের সি.সি কপি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত খতিয়ানসমূহের সি.সি কপি প্রদর্শনী-১, প্রদর্শনী-১(ক)-১(গ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানসমূহে দাগাদিতে অন্যানোর সহিত মালিক ছিলেন শীতল চন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র ক্ষেমেশ চন্দ্র ও নগেন্দ্র লাল। একইভাবে হারলা মৌজার আর এস ৩১২৮, ১৭৩৪, ৯৫২, ১৭৪৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৩, প্রদর্শনী-৩(ক)-৩(গ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানূভূক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন শীতল চন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র ক্ষেমেশ চন্দ্র ও নগেন্দ্র লাল।

Pt.W.1 এর দাবিমতে উক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়া মরনে তিন পুত্র সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। বি এস ১৭৯৩ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২(খ) পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা পাওয়া যায়।

প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে পাঠানদন্ডী মৌজার নালিশী সম্পত্তি বি এস জরিপে বি এস ৪৫, ১৭৯০, ১৭৯৩ নং খতিয়ান অন্তর্ভূক্ত হয়। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলকৃত উক্ত বি এস খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী- ২, ২(ক)

ও ২(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, বি. এস. ১৭৯৩ খতিয়ানে ক্ষেমেশ চন্দ্রের ০৩ পুত্র সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া গং ও নগেন্দ্রের ওয়ারীশগনের নামে শুদ্ধরুপে জরিপ প্রচারিত হয়েছে। তবে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া কে ভারতবাসী মর্মে পাওয়া যায়নি। অপর বি এস ১৭৯০ নং খতিয়ানে সুসেন চন্দ্র ও সুধীর চন্দ্র বড়ুয়ার নাম থাকলেও সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার নাম আসেনি। আবার বি এস খতিয়ানে তাদের কারো নামে আসেনি। স্বত্ব স্বার্থহীন ব্যাক্তিগনের নামে রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় পাঠানদন্ডী মৌজার নালিশী সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বি এস ১৭৯০ ও ৪৫ নং খতিয়ান অশুদ্ধভাবে জরিপ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে হারলা মৌজার বি এস খতিয়ান ৩৬২৩, ১৪৮০, ৩৬২২ ও ৩৬২১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৪, ৪(ক)-৪(গ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত বি এস খতিয়ান সমূহ ক্ষেমেশের তিন পুত্র সুসেন সুধীর ও শুধাংশু এর নামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়েছে এবং উক্ত খতিয়ান সমূহে সুধাংশু বড়ুয়া যে ভারতবাসী হয়েছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হারলা মৌজার গেজেট [প্রদর্শনী-৮] পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় যে হারলা মৌজার তফসিলে কতিপয় বি এস খতিয়ান ও দাগ নম্বর ভুল লিপি হয়েছে যাহার শুদ্ধ দাগ খতিয়ান নম্বর আরজির তফসিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় গেজেটের কপি [প্রদর্শনী-৮] এবং বি এস খতিয়ান সমূহ প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে আর এস রেকর্ডী ক্ষেমেশের পুত্র সুধাংশ বড়ুয়া ভারতবাসী হওয়ায় তার স্বত্বীয় সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভূক্ত হয়েছিল। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় লিজ এগ্রিমেন্টের ফটোকপি [প্রদর্শনী-৯] হতে প্রতীয়মান হয়, পাঠানদন্ডী ও হারলা মৌজাস্থ সুধাংশ বিমলের স্বত্বীয় ও অর্পিত শ্রেনীভূক্ত হওয়ায় তফসিলোক্ত (২১.৫০ + ২৯.৫০) = ৫১ শতক সম্পত্তি ক্ষেমেশ চন্দ্র বড়ুয়ার অপর দুই পুত্র সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া ও সুসেন চন্দ্র বড়ুয়া ইজরা প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী- ৫, ৫(ক) ও ৫(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ ও ২ নং প্রার্থীক বাদল বড়ুয়া ও বিপ্লব বড়ুয়া সুসেন চন্দ্রের ওয়ারীশ এবং ৩ নং প্রার্থীক শিমুল বড়ুয়া সুধীর চন্দ্র বড়ুয়ার ওয়ারীশ হন। ভারতবাসী সুধাংশ বড়ুয়া তাদের সম্পর্কে কাকা হন। সুতরাং প্রার্থীকগণ ভারতবাসী সুধাংশ বড়ুয়ার অর্পিত হওয়া সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক বিবেচনায় আবেদনকারীগণ তফসিলোক্ত পাঠানদন্ডী ও হারলা মৌজার (২১.৫০ + ২৯.৫০) =৫১ শতক অর্পিত সম্পত্তির উল্লেখিত মূল মালিক সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার আপন ভাইপো হিসাবে উত্তরাধিকারীর স্বার্থধিকারী এবং ওয়ারিশ সূত্রে সহ-অংশীদার ও ইজারাদার হিসাবে বর্তমানে ভোগদখলকার বিধায় বর্ণিত আইনের বিধান মতে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনী হইতে অবমুক্তিক্রমে ফেরত পাবার অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশহয় যে,

অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনাখরচায় মঞ্জুর করা হল।

এতদ্বারা গেজেটের ৪৯ নং ক্রমিকে উল্লেখিত নালিশী তফসিল বর্নিত চন্দনাইশ থানাধীন পাঠানদন্ডী মৌজার ২১.৫০ শতক সম্পত্তি এবং গেজেটের ১৩ নং ক্রমিকে উল্লেখিত নালিশী তফসিল বর্নিত চন্দনাইশ থানাধীন হারলা মৌজার ২৯.৫০ শতক সহ সর্বমোট (২১.৫০ + ২৯.৫০) = ৫১ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকগনের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র রায়ের একটি অনুলিপি ও আররি ফটোকপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।